উনিশ শতকের ধর্ম - চর্চা ও বিশ্লেষণ

স্বপন মজুমদার

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা ও বাঙালির অজস্র সমস্যা। স্বদেশী সমাজের পরম্পরাগত জাতি-বর্ণ-শ্রেণীর বিভেদ-বৈষম্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতি, দেশীয় ও ইংরেজি শিক্ষা, বনেদী ও নব্য ধনী, উপার্জনের বিচিত্র উদ্ভাবনী পন্থা, স্বজাতীয় ও বিদেশীয় আচার-আচরণ-পরিধানের ভিন্নতা অথবা মুসলমান সমাজে আরবি জানা ও না-জানার সূত্রে তৈরি বিভাজন আর তার সঙ্গে ওয়াহাবি-ফরায়জি আন্দোলনের চাপ সমাজ-বিন্যাসের নানা স্তরে যে-আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সমকালীন চিন্তাশীলদের বিব্রত করার পক্ষেও সে-লক্ষণগুলি যথেষ্ট ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাই তাঁর সময়কে চিহ্নিত করেছিলেন 'মন্থনের কাল' ব'লে। এই সচেতনতাই সে-যুগের ভাবুকদের প্রবৃত্ত করিয়েছিল নানাবিধ সংস্কারকর্মে— তার কোন্‌টি ছিল সাময়িক, কোন্‌টি-বা দূরপ্রসারী। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই সমাজ-সমস্যার মূল ছিল ধর্মসংস্কারে। আর তাই ধর্মের অবলম্বন ছাড়া অসম্ভব ছিল তার সমাধানের চেষ্টা। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিসমাজের প্রতিষ্ঠাও যে ধর্মের প্রাঙ্গণে। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যে, গিরিশচন্দ্র-রাজকৃষ্ণের নাটকে, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণযাত্রায়, বীরুের পঁাড়ে আর চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধে, কবিগান ও মোহন্ত-এলোকেশীর কেচ্ছায় তারই বহুস্তর উদ্‌যাপন। এমন সমাজের সংস্কার-মার্জনায় ধর্মশাস্ত্রের বচনই যে শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগুর অনুমোদন পাবে, এই কাণ্ডজ্ঞান পুরোমাত্রায়ই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের। যুক্তির গ্রাহ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে তাঁদের সংশয় না-থাকলেও, রামমোহন বা বিদ্যাসাগর, এমন-কি বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত শুধুমাত্র যুক্তির ওপরেই নির্ভর ক'রে না-থেকে উৎকলন করতে প্রায় বাধ্য হয়েছিলেন শাস্ত্রবচন অথবা দায় স্বীকার করতে হয়েছিল যুগপুষের যুগোপযোগী ব্যাখ্যার। কারণ, সমকালীন লোকস্বভাব বিষয়ে তাঁদের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। সনাতন ধর্মসমাজের বিচ্যুতিগুলি থেকে স'রে আসতে গিয়ে অথবা হিন্দুধর্মের বিপরীতে ব্রাহ্মধর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা দিতে দেবেন্দ্রনাথকে সংকলন করতে হয়েছিল ধর্মগ্রন্থ হিশেবেই মানিত উপনিষদগুলি থেকে। এমন-কি স্বধর্মের পরিধির বাইরে বিধর্মের শাস্ত্রগুলিও হয়ে উঠেছিল তাঁদের সমান্তর বিশ্বাস প্রতিপাদনের নির্ভর। তর্ক যুক্তি ও প্রমাণের আয়োজন তাই যত ব্যাপক হয়েছে, ততই যেন অনিবার্য ও অমীমাংস্য হয়ে উঠেছে ধর্মসংকট। ধর্ম বোধ বিশ্বাস ও পালনের সঙ্গে সংশয় যুক্তি ও আচরণের সম্পর্ক হয়ে উঠেছে ততই অপ্রতিসম ও স্পর্শকসদৃশ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রত্যেক মহারথীই বিপন্ন হয়েছেন এই দুই কোটির মধ্যে জ্যা-যোজনে। আত্মবিলাপের কণাভিক্ষা আর আত্মম্ভরীর আর্তনাদ হয়ে উঠেছে তাঁদের অমোঘ নিয়তি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মযাপনের আলোচনায় গত প্রায় এক শতাব্দীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে একদিকে যেমন দেখা দিয়েছে কোনো এক বা একাধিক পক্ষের অভিমানে আঘাত করার উৎকণ্ঠা থেকে তৈরি এক নিরাপদ তুষ্ণীম্ভাব, অন্যদিকে তেমনি প্রবল হয়ে উঠেছে নব্যতত্ত্ব প্রয়োগের ব্যাকুলতায় হয় সরল সমাধান আবিষ্কারের প্রয়াস অথবা আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক জটিলতার দর্শন আরোপ ক'রে সে-যুগের শঙ্কা সংশয় অতিকৃত ক'রে তোলার উল্লাস। এর পেছনে হয়তো আছে অলিখিত গোপন এক বিশ্বাস যাঁরা যুক্তিপন্থী তাঁরা যেন উচ্চবর্গের আর যাঁরা ধর্মমার্গী তাঁরা নিম্নবর্গের। ফলে এতটাই বহুগুণিত হয়েছে ধর্ম ও যুক্তির, রক্ষণশীলতা ও প্রগতির ব্যবধান যে এই চর্যাপথের ঐতিহাসিকেরা নিজেদের মধ্যেই রচনা ক'রে তুলেছেন নানা আন্তর্বিরোধী গোষ্ঠী ও প্রস্থান। সাহিত্যকে প্রেক্ষিত ও পরম্পরা থেকে ছিন্ন ক'রে নিছক সমাজচিত্র হিশেবে উপস্থিত করার এক ব্যসন ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিকদের রচনাকর্মকে যতই উজ্জ্বল ও বর্ণিল ক'রে তুলুক, তার মধ্যেও প্রবেশ করেছে তত্ত্বপ্রতিপাদনের অধীরতা। সাহিত্যেরই ভিন্নতর উদারণমালা থেকে যে ওই তত্ত্বপ্রস্থান

নির্ভর ক'রেই পৌঁছে যাওয়া সম্ভব সম্পূর্ণ বিপরীত এক সিদ্ধান্তে, সাহিত্যবিশ্বের হাজারদুয়ারির ভুলভুলাইয়ার নিষ্ক্রমণপথের সন্ধান জানা না-থাকায় সে-সত্যও অনেকসময়েই অগোচরে থেকে গেছে তাঁদের। অন্যদিকে আধুনিকতা-অভিমানী বিংশ শতাব্দী সজ্ঞানে মেনে নিতে চায় নি, ধর্মের সঙ্গে প্রগতি ও বিজ্ঞানের সহাবস্থানের সামান্যতম সম্ভাবনা। অক্ষয়কুমারের প্রার্থনা-সমীকরণ বা বাহ্যবস্তুর তুলনায় উপাসকবৃত্তান্ত অথবা ত্রিদেব ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা-মীমাংসার পথ ছেড়ে তাঁরা শশধরের চৈতন্য-মাহাত্ম্যের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেই যেন উৎসাহ পেয়েছেন বেশি। তাঁদের স্বীকার ক'রে নিতে দ্বিধা হয়েছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের তুলনায় বাঙালির বিশ্বাসের জগৎ অনেকটা শিথিলমূল হ'লেও পৌরাণিক ধর্মের প্রতাপের প্রভাব বহুলাংশে পূরণ করেছিল আঞ্চলিক লোকধর্মের প্রতিপত্তি। সনাতন হিন্দু, ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের মতো প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ই নয়, নবরচিত ব্রাহ্মধর্ম এবং অগণিত লোকধর্মের আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং পারস্পরিক সমীকরণের উত্থানপতন যে-মানসতার বুনন তৈরি করেছিল, সে-বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবুকেরাও যতটা অচেতন ছিলেন, বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকেরাও ছিলেন ততটাই যেন উপেক্ষাপ্রবণ। কোনো-কোনো ইতিবৃত্তকার যদিও এমনও ভাবতে পছন্দ করেছিলেন যে, যে-সমাজকে আপাতভাবে মনে হতে পারে অসংবদ্ধ ও রিক্তবিশ্বাস, প্রকৃতপক্ষে সে-জনগোষ্ঠীর শিকড় অসংখ্যমূল, উদার বহুত্বে তার বিশ্বাস নিবিড় ও ধর্মে সমন্বয়মার্গই তার সাধনা, তাঁরাও কিন্তু উৎসাহী হন নি আন্তঃসম্প্রদায়ের সম্পর্ক প্রসঙ্গে। হিন্দুধর্মের সম্মানিত বিকল্প হিশেবে ঔপনিষদিক ব্রাহ্মধর্ম যদিও প্রতিষ্ঠা পেল, দেবেন্দ্রনাথের সর্বধর্মের ভাবুকদের মিলনমন্দির হয়ে উঠতে পারল না শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা। অথবা অপৌত্তলিক অসাম্প্রদায়িক পজিটিভিজম্‌ও দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বা গোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সামাজিক প্রতিপত্তি সত্ত্বেও সীমিত হয়ে রইল বিদগ্ধ সমাজের মধ্যেই। প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাহীনের যোগাযোগের সম্ভাবনা লুপ্ত হ'ল অচিরেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিচার-বিশ্লেষণ সংখ্যার দিক থেকে বহুল হ'লেও, এই শতাব্দী বিষয়ে আমাদের অবস্থান এখনও মনে হয় অনেকটাই অনিশ্চিত। এই অস্থিরতার অন্যতম কারণ হতে পারে অবশ্যই পর্যাপ্ত তথ্যের অপ্রতুলতা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, বিনয় ঘোষ অথবা স্বপন বসুর শ্রমসাধ্য তথ্য- সংকলন সত্ত্বেও আমাদের বহু জিজ্ঞাসাই প্রতিহত হয় তথ্যের অভাবে। আর সেই স্থান পূরণ করে অনুমান অথবা ইচ্ছাপূরক কল্পনা। সে-ঐতিহাসিক রস উপন্যাসের পক্ষে যত গুণের আধার হোক্, ইতিহাসের আকর নয়। কেউ অবশ্য এখানে প্রশ্ন করতেই পারেন, ঊনবিংশ শতাব্দী অবলম্বনে বাঙলা উপন্যাস তবে কি স্পর্শ করেছে নতুন কোনো শিখর বা মাত্রা? স্বীকার করতেই হয়, একটি-দুটি আখ্যানের ব্যতিক্রম গণনা না-করলে এই শতাব্দী বাঙালির উপন্যাস-সাহিত্যের ধারাকে বিশেষ পুষ্ট বা সমৃদ্ধ করে নি। বিশেষ ক'রে ধর্মধারার বিশ্লেষণে। সাধারণভাবে তথ্যসংগ্রহ এখনও আমাদের যাবৎ প্রশ্নের নিরসনে পর্যাপ্ত না-হ'লেও, সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংকলনে ধর্ম-প্রসঙ্গের সংবাদ অবশ্যই সংখ্যাগু। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রকাশন-রাজসূয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু বিস্মিত হতে হয় যখন দেখি বিচ্ছিন্নভাবে সমাজজীবনের সামগ্রিক আলোচনার অংশ হিশেবে বা সম্প্রদায়বিশেষের চিন্তা-বিশ্বাসের বিশ্লেষণরূপে ধর্ম-প্রসঙ্গ উপেক্ষিত না-হ'লেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির ধর্মভাবনার অনুপূর্বিক ইতিহাস আজও লেখা হয় নি। ইংরেজিতে বিনয়গোপাল রায় বা বাঙলায় রাখালচন্দ্র নাথের বইয়ের কথা আমাদের অবশ্যই মনে আছে। কিন্তু শুধুমাত্র লভ্য পরোক্ষ তথ্যের ওপর নির্ভর ক'রে যেমন এই ইতিহাস-নির্মাণ প্রায় অসম্ভব, তেমনই দুরূহ কোনো একক ব্যক্তির বিদ্যায় এই পর্বের বাঙালির ধর্মজিজ্ঞাসার বিচিত্র বিস্তার অনুধাবন করা। ধরা যাক্, হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে খ্রিস্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্কের বা সম্পর্কহীনতার প্রসঙ্গটি। হিন্দু বা ব্রাহ্ম গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা আমাদের যেটুকু জানা, ইংরেজি ফারসি বা উর্দুতে অন্য সম্প্রদায়দুটির ধর্মচিন্তার কতটুকু জানি আমরা? এমন-কি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রকাশন-ইতিহাসের তথ্যসন্ধান করলে দেখা যাবে, সনাতন সমাজের মধ্যেই ব্রাহ্মণ শ্রেণী সংস্কৃতে ধর্মচিন্তা ও ব্যাখ্যা ক'রে চলেছেন, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠীও প্রকাশ করেছেন তাঁদের মুখপত্র। ঊনবিংশ শতাব্দী বিষয়ে প্রকাশিত সমৃদ্ধ বিচারসাহিত্যে এই উপকরণগুলি আজও ব্যবহৃত হয়েছে কি যথেষ্ট পরিমাণে? কে বলতে পারে, অন্য ভাষার তৎকালীন সাময়িকপত্রেও সমকালীন জীবনের বা ধর্মজীবনের কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ আজও গবেষকদের করস্পর্শের অপেক্ষায় আছে কিনা? অথবা অক্ষয়কুমার দত্ত যে উপাসক সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছিলেন, নব্যবঙ্গের ধর্মসন্ধানে তাঁদের কী যোগাযোগ বা প্রতিক্রিয়া ছিল স্পষ্ট জানা নেই আমাদের। ঊনবিংশ শতাব্দী বিষয়ে

গবেষণা ও গ্রন্থরচনায় এতদূর ব্যাপক ও গভীর, এবং অবশ্যই সমবেত কাজের, অবকাশটুকুমাত্র অপেক্ষিত আছে, তা নয়। ইংরেজি ভাষাসূত্রে তর্ক-বিতর্কে বা সৃজনশীল সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর যে-প্রতিকৃতি ভেসে উঠতে পারে, সে-বিষয়ে কতটা সজাগ আমাদের সন্ধিৎসা? সত্যজিৎ দাস বা বিনয় ঘোষের ইংরেজি সংবাদ সাময়িকপত্র অথবা শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় পঠিত প্রবন্ধ, এমন-কি পরোক্ষ সূত্র থেকে তাঁরই করা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের নথি সংগ্রহ, বা সুরেশচন্দ্র মৈত্রের 'জ্ঞানান্বেষণে'র নির্বাচিত সংকলন, কতটা ব্যবহৃত হয় বা হয়েছে আমাদের উনিশ শতকচর্চায়? একই পরিবারে একই বসতবাড়ির দুই মহলে থেকে হিন্দু রমেশচন্দ্র ও খ্রিস্টান শশীচন্দ্র দত্ত দুই ভাষায় যা লিখছিলেন অথবা জোড়াসাঁকো আর পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুর পরিবারে যে-ধর্মচর্চা, সে কি শুধুই জ্ঞাতিবৈরিতা, না কি ধর্মবোধেরই কোনো ভিন্ন পন্থা—এ-সব প্রশ্ন বা সমস্যা কতটা বিচলিত করেছে আমাদের? বিচলিত যে করে নি তার প্রমাণ ঊনবিংশ শতাব্দী বিষয়ে আজও আমাদের সরলীকৃত ও সীমাবদ্ধ ধারণা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মচর্চায় বাঙলা উপকরণের সঙ্গে ইংরেজি উপাদানের সংযোগ যেমন পূর্ণমাত্রায় ঘটাতে পারি নি আমরা, তেমনি বিদেশী পণ্ডিত-গবেষকদের রচনায় বাঙলা উপাদানের অনুপস্থিতি বা অপ্রতুলতাও অনেকটাই দায়ী এই চর্চার আংশিকতায়।

প্রায় শতাব্দীর ব্যবধানে এসে দেখলে আজ কারও মনে হতেই পারে, ঊনবিংশ শতাব্দীর রনেসঁসের ধারণা ছিল প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের ও পরে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের এক মহাপ্রকল্প— যদিও দুই ভিন্ন অবস্থান থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবধর্ম ব্রাহ্মসমাজের সূচনা থেকে বিস্ফারের পটভূমি হিশেবেই সম্ভবত প্রয়োজন হয়েছিল রামতনু লাহিড়ী ও তাঁর সমসাময়িকদের বীর ক'রে উপস্থাপনের আয়োজন। এই বাহ্য আখ্যান-আবরণের গভীরে ছিল আরেক গর্ভকাহিনী— বাঙালির মানবতায় উত্তররণের অধ্যাত্মকাহিনী। সে-যাত্রায় পথ দেখায় এক ধ্রুবতারা সনাতন ধর্মের ব্রাহ্মধর্মে সংস্কৃত ও স্নাতক হয়ে ওঠার অচঞ্চল বর্তিকা। রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল থেকে সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত সেই আখ্যানের কথাকার। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শিক্ষার্থীদের শিকড়ের সন্ধান দিতে বামপন্থীরা পেছিয়ে যেতে রাজি ছিলেন উনিশ শতক পর্যন্তই, যখন থেকে শিল্প-বিপ্লবের সুকৃতি লাভ ক'রে বাঙালি সমাজও পরিণীত হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে। মার্কসীয় তত্ত্ব প্রয়োগের উপযুক্ত প্রস্থানভূমি তাঁরা পেয়েছিলেন ব'লেই সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দী তাঁদের চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তা না-হ'লে আঠারো শতকের নতুন বণিক সমাজের উদ্ভবই হতে পারত তাঁদের প্রেক্ষাপট। কিন্তু সে-সমাজ বাঙলা দেশে যতই ভ্রষ্ট হোক্, সেখানে তখনও বাঁ হাতে হ'লেও অর্ঘ্য দিতে হয় দেবীকে, রাজসেরেস্তার খাতা ভ'রে উঠতে পারে কালীনামে, দেবীর প্রসাদেই সেঁউতি হয়ে উঠতে পারে সোনার। তাই আঠারো নয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিকড় সন্ধান করলেন তাঁরা। তবে ধর্মকে পরিহার ক'রে। ব্রাহ্ম ও বামপন্থী সন্ধান এসে পৌঁছে গেল সমতানে। অমিত সেন থেকে শ্রী নরহরি কবিরাজ পর্যন্ত সেই ধর্মহীন রনেসঁসের ইতিহাসকার।

একটু লক্ষ করলেই অবশ্য দেখা যাবে, ইতালির যে-রনেসঁসের আদলে বাঙলার রনেসঁসের সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছিলেন যদুনাথ সরকার, তার অনেকটাই অধিকার করেছিল ধর্ম। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের এক পরাক্রান্ত দুর্গ থেকেই প্রযোজিত হচ্ছিল রনেসঁসের মহিমময় সব মূর্তি। রনেসঁসের আদি ইতিহাসকার য়্যাকব বুর্কহার্টের ব্যাখ্যানেও তাই এক-তৃতীয়াংশের বেশি জুড়ে ছিল ধর্মের সঙ্গে এক নতুন সমীকরণ রচনার উৎকণ্ঠার বিবরণ।

নবযুগ, জাগরণ, জাগৃতি, নবজাগৃতি, নবজাগরণ, নবচেতনা শিরোনাম ধারণ ক'রে বিংশ শতাব্দীর যে-গাথা রচিত হয়ে উঠল বাঙলায়, ধর্মভাবনার স্থান সেখানে একান্তই সংকুচিত ও খণ্ডিত। খণ্ডিত, কারণ যে-মহাপ্রকল্প নির্মাণ করছিলেন তাঁরা, বাঙলার প্রায় অর্ধেক জনসাধারণ— মুসলমান সমাজকে তার অন্তর্ভুক্ত করতে চান নি অথবা পারেন নি তাঁরা। আর সেই সংকোচই কি তাঁদের আখ্যানে ধর্মকে— তাঁদের অভিচিমতো ধর্মসংঘাত বা সমন্বয়কে— নামমাত্র নৈবেদ্য উৎসর্গ ক'রেই বাধ্য করেছিল মানবতাবাদী সমাজসংস্কারের কেন্দ্রীয় আখ্যানে প্রবেশ করতে? প্রগতি ও রক্ষণের দুই শীলে বিভাজিত ক'রে একদিকে সংস্কারমন্থনের এক নীতিমালা যেমন তৈরি ক'রে তুলতে পারছিলেন তাঁরা, অন্যদিকে তৈরি হয়ে উঠছিল সামাজিক দ্বন্দ্ববাদের এক রূপকথা। কিন্তু সতীদাহ নিবারণ থেকে সহবাস সম্মতি পর্যন্ত সামাজিক বিতর্কের পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে একটি উদাহরণও কি পাওয়া যাবে যেখানে ধর্মশাস্ত্রের বিধান বা তার বিকল্প মীমাংসা বর্জন ক'রে চলতে পেরেছিল ঊনবিংশ শতাব্দী? তা হলে কি মানতে হবে, যে-পূর্বপ্রস্তুত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের প্রকল্প ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্লেষকদের মনে, ধর্মভাবনার বিচিত্র গতি তার পরিপন্থী ব'লেই ধর্মপ্রসঙ্গ যথাসাধ্য পরিহার ক'রে সমাজকর্মী ব্যক্তি-

বীরের এক পূজায় মেতেছিলেন তাঁরা? ধর্মহীন নব্যবঙ্গের বিদ্রোহ যতটা গুত্ব পেল সে বিবরণে, পরিণতিতে প্রায় বিপরীত মার্গে তাঁদের প্রস্থান কি আদৌ ততটা আলোচিত হ'ল? কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু না-ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে কেন পৌঁছে গেলেন আস্তিকতার চরমে, তার কোনো সংগত ব্যাখ্যাও আমরা পাই না এঁদের বিবরণে। অন্যদিকে তেমনি অজানা থেকে যায় কেশবচন্দ্র সেন বা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ধর্মসন্ধানের পর্বপর্বান্তরের কারণ অথবা ধার্মিকতার কোন্ প্রবণতা থেকে ব্রহ্মবান্ধব বা শ্রীঅরবিন্দ পৌঁছে যান সংগ্রামী জাতীয়তার কর্মকাণ্ডে। পাই না কারণ ধর্ম-অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের দিকটিই উপেক্ষিত থেকে গেছে আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার ইতিহাসে। এমনটা হতে পেরেছে ব'লেই দেওয়ান রামকমল সেনের পৌত্র কেশবচন্দ্র অথবা হেস্টির প্রিয় ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত কেমন ক'রে বরণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, তার গূঢ় কারণ জানতে পারি নি আমরা। অথচ শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা বিষয়ে লেখা অসামান্য গ্রন্থগুলির সাহায্যে আমরা জানতে পেরেছি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের বাঙালি ধর্মজীবনের নানা আঘাত-সংঘাতের বৃত্তান্ত।

তবে কি এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে আমাদের যে ধর্মের আকর্ষণ ত্রস্তভাবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছি আমরা, কারণ আমাদের জানা নেই এবং জানার আগ্রহও নেই ধর্মের অতল শক্তি বা সেই অভিজ্ঞতার মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক আরোহ-অবরোহের ছন্দ। এই না-জানা, থেকেই তৈরি হয়েছে এক দূরত্ব ও শঙ্কা, যে-ভূমি থেকে মার্ক্সীয় আপ্তবাক্যের অনুসরণে ধর্মকে অহিফেন ব'লে বর্জন ক'রে এক তৃপ্তিময় আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাসকার। অথচ যে-পশ্চিমের অনুসরণে নিত্য চালিত হয় আমাদের চিন্তা, আলোকপ্রাপ্তি যুগে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের গ্রহণের দিনে ব্ধড়ন্দ্বনব্দব্ধ-স্তুন্দ্বনব্দব্ধভ্রব্ধড়ন্দ্বনব্দব্ধদের বিসংবাদী অবস্থান সত্ত্বেও উইল ডুরান্ট, ব্রনোস্কি-মজলিশ বা এরিক হব্স্‌বম্‌দের তো ধর্মনিস্পৃহ মননের ইতিহাস লিখতে হয় নি। এমন-কি ইংরেজিতে যাঁরা লিখতে নিয়েছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার কোনো একটি পর্ব বা ধর্মধারার ইতিহাস, যেমন বিনয়গোপাল রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, অমিয়কুমার সেন, কে. পি. সেনগুপ্ত, শিশিরকুমার দাশ বা অমিয় পি. সেন, তাঁরা কেন ধর্মচেতনাকে দিতে পারলেন তার প্রাপ্য গুত্ব? তবে কি ইংরেজিতে যাঁরা লিখলেন, তাঁদের সকলকেই আমরা চিহ্নিত করব প্রতিক্রিয়াশীল বা অন্ততপক্ষে রক্ষণশীল ব'লে? নাকি ইংরেজি সন্দর্ভের সম্ভাব্য পাঠকের পরিণত চিন্তাই দাবি করে উন্মুক্ত এক আলোচনার আবহ আর বাঙলার পাঠক তৃপ্তি পেতে চান সরলীকৃত এক ইচ্ছাপূরক আখ্যানে?

এর কোনো একটি কারণকেই চরম মনে ক'রে নিশ্চিন্ত হতে পারি না আমরা। হয়তো এই বিকল্প কারণমালার প্রতিটিই আংশিক উপস্থিত আমাদের অবচেতনে। কারণ যাই হোক্, ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বাঙ্গীণ ধর্মচেতনার ইতিহাস রচনা এখনও সম্পাদ্যের তালিকায় র'য়ে গেছে আমাদের। 'চতুরঙ্গ'-'গোরা'-'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের এক অব্যক্ত অভিলাষ কি ছিল সেই ইতিহাসের আখ্যানময় প্রস্তুতি? আখ্যান থেকে বাস্তবে, সত্যের গভীরে তথ্যের পারম্পর্যে, প্রস্তুতি থেকে সমাপ্তিতে এই প্রকল্পকে উত্তীর্ণ ক'রে দেওয়া হয়তো কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, ভক্ত আর কর্মীর, ভাবুক আর বিদ্বানের সমবেত উৎসাহেই হয়তো সেই রথের রশিতে পড়বে টান। কালের যাত্রায় যখন লেগেছে আগুন, তখন অন্তরের তালমান জাগিয়ে কি এবার উল্টোরথের পালার নান্দী রচনা করব আমরা?

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com